সংবাদ

তারিখ 19 JAN 2006
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

কিশোরগঞ্জ ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট

জাল টিসি দিয়ে ভর্তি বাণিজ্য

প্রতিনিধি, কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জ ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটে টাকার বিনিময়ে জাল ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (টিসি) দিয়ে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তির ঘটনা ধরা পড়েছে। প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ এক কর্মচারীর বাসা থেকে বেশ কিছু জাল টিসি উদ্ধার করেছেন। সেই সঙ্গে উদ্ধার করা হয় বেশ কিছু অননুমোদিত গাইড বই। এ ব্যাপারে গঠন করা হয়েছে ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি।

বুধবার দুপুরে ইনস্টিটিউটে গিয়ে জানা যায়, ২০০৬ সালের ৯ম শ্রেণীতে ২৪০ জন শিক্ষার্থীর ভর্তি চলছে। ভর্তিচ্ছুদেরকে নিজ নিজ বিদ্যালয় থেকে টিসি নিয়ে এখানে ভর্তি হতে হয়। অনেক বিদ্যালয় সিটি দিতে চায় না। আবার ৮ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়নি এরকম শিক্ষার্থীও এখানে ভর্তি হতে চায়। ফলে এদের ভর্তির জন্যে ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারিক মনিরুজ্জামান মানিক ও এমএলএসএস কবীর আহমেদ ময়মনসিংহের নান্দাইলের কাশীনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের' নামে জাল টিসি ছাপিয়ে ১৩০ টাকা করে বিক্রি করে। এতে প্রধান শিক্ষকের জাল স্বাক্ষর দিয়েছে ইনস্টিটিউটের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র তরিকুল।

এদিকে, এ চক্রটি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া 'দরদী' নামে একটি ভর্তি গাইডও বের করে ৭০ টাকা করে বিক্রি করছে। এতে রচয়িতা হিসেবে গ্রন্থাগারিক মানিক এবং সম্পাদক হিসেবে এমএলএসএস কবীরের নাম লেখা রয়েছে। এসব জালিয়াতি কর্তৃপক্ষের নজরে আসার পর অধ্যক্ষ হারুন অর রশিদ তার অফিসে গ্রন্থাগারিক এবং এমএলএসএসকে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে তারা এসব জালিয়াতির ঘটনা স্বীকার করে। পরে এমএলএসএস-এর বাসা থেকে ২০টি জাল টিসি ও দুটি সিল উদ্ধার করা হয়। গত বছরও এরকম জালিয়াতি হয়েছে। এ ঘটনায় চিফ ইনস্ট্রাক্টর মোঃ মাহতাব উদ্দিনকে প্রধান করে ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।